WPSA-BB Newsletter

একটি ত্রৈমাসিক পোল্ট্রি নিউজলেটার

ওয়ার্ল্ড'স পোল্ট্রি সায়েন্স এসোসিয়েশন-বাংলাদেশ শাখা (WPSA-BB)

WPSA-BB ত্রৈমাসিক নিউজলেটার ৩য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা ডিসেম্বর ২০১৩ খ্রিঃ www.wpsa-bb.com

এ সংখ্যায় থাকছে

১। সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা ২
২। প্রবন্ধ/নিবন্ধ: পৃষ্ঠা ২-৫
৩। WPSA-BB বার্তা: পৃষ্ঠা ৬-৭
৪। WPSA ওয়ার্ল্ডওয়াইড আগাম বার্তা: পৃষ্ঠা ৮

সম্পাদকীয় উপদেষ্টামন্ডলী

মসিউর রহমান, সভাপতি- WPSA-BB
মোঃ রফিকুল হক, সম্পাদক- WPSA-BB
মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মিয়া, প্রাক্তন সভাপতি- WPSA-BB

সম্পাদক

প্রফেসর ড. এস. ডি. চৌধুরী, কার্যনির্বাহী সদস্য- WPSA-BB
ই-মেইলঃ drsdchow@gmail.com

সম্পাদনা পরিষদ সদস্যবৃন্দ

ডাঃ মোঃ কামরুজ্জামান, যুগ্ন- সম্পাদক- WPSA-BB
ডাঃ এসএমএফবি আব্দুস সবুর, কার্যনির্বাহী সদস্য- WPSA-BB
ড. মোঃ ইলিয়াস হোসেন, সদস্য- WPSA-BB

সার্বিক সহযোগিতা

WPSA-BB সচিবালয়
মেগা ডমিসাইল, ফ্ল্যাট বি-৬, প্লট-৯১, রোড-৪, ব্লক-বি
নিকেতন, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।
ফোন : ৮৮৩২২৩৮, মোবাইল : ০১৭১১৩৭১০১৯
ফ্যাক্স : ৮৮৩২২৩৭
ই-মেইল : info@wpsa-bb.com
ওয়েব : www.wpsa-bb.com

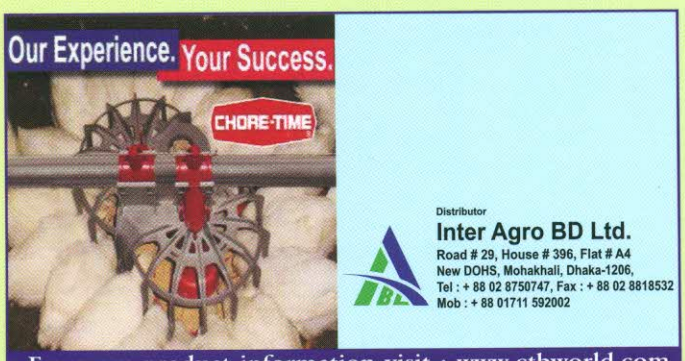

সভাপতির বাণী

ওয়ার্ল্ড'স পোল্ট্রি সায়েন্স এসোসিয়েশন - বাংলাদেশ শাখার ত্রৈমাসিক 'WPSA-BB নিউজলেটার-এর তৃতীয় বর্ষের ৩য় সংখ্যাও যথাসময়ে প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি নিউজলেটার সম্পাদনায় সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রিয় পাঠক, আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, বাংলাদেশে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ার পর থেকে প্রতি বছরই শীত মৌসুমে বিশেষতঃ ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ মাসে প্রাদুর্ভাবের মাত্রা বেড়ে যায়। অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, তাপমাত্রা কমার পূর্বে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না বিধায় এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রাদুর্ভাব প্রকট আকার ধারণ করে। তাই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এ সময়ে ফ্লকে গুণগত মানসম্পন্ন খাবার সরবরাহ নিশ্চিত করাসহ সঠিকভাবে বায়োসিকিউরিটি বা জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় মনোযোগী হওয়া খুবই জরুরী। নচেৎ ফ্লকে ক্ষতিকর জীবানুর মাত্রা বেড়ে গিয়ে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার মাত্রাও বেড়ে যেতে পারে। শীত মৌসুম শুরু হওয়ার পূর্বেই অবশ্যই ফার্মের বায়োসিকিউরিটি উন্নতকরণে নজরদারী রাখা অতীব প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। একই সাথে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মোতাবেক ফার্মে গুণগত মান সমৃদ্ধ খাবার ও ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রাদুর্ভাব প্রতিরোধক ঔষধ প্রয়োগ ফলদায়ক হতে পারে। উল্লেখ্য যে, গত বছর সরকারী উদ্যোগে পরীক্ষামূলকভাবে ভ্যাকসিন প্রয়োগ ফলপ্রসু হয়েছে বিধায় আসন্ন শীত মৌসুমেও আগাম সতর্কতা হিসেবে সারাদেশে ভ্যাকসিন কর্মসূচী চালুর জন্য সদাশয় কর্তৃপক্ষের নিকট আমরা জোর দাবী জানিয়েছি। এ কথা অনস্বীকার্য যে, বায়োসিকিউরিটি ও প্রতিষেধক (ভ্যাকসিন) ব্যবস্থা নিশ্চিত করা গেলে এ শিল্পে অনেক সম্ভাবনাময়ী উদ্যোক্তা বিনিয়োগে উৎসাহী হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সুপ্রিয় পাঠক, মানুষের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য সবসময় প্রয়োজন। জীবনধারণ ছাড়াও সুস্থ ও সবলভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্যের বিকল্প নেই। দুর্মূল্যের বাজারেও সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে ডিম ও ব্রয়লার মুরগী। এ সমস্ত খাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। তাই চলমান রাজনৈতিক কর্মসূচীতে একদিন বয়সী মুরগীর বাচ্চা, জীবন্ত মুরগী, ডিম ও পোল্ট্রি খাদ্য বহনকারী গাড়ী জনস্বার্থে হরতাল-অবরোধের আওতামুক্ত রাখার জন্য আমরা হরতাল আহ্বানকারী জোটের নিকট পত্রিকার মাধ্যমে আবেদন জানিয়েছি।

পরিশেষে WPSA-BB কর্তৃক রাজশাহী অঞ্চল ও বগুড়া জেলার তৃণমুল সদস্য ও ক্ষুদ্র খামারীদের জন্য "সোনালী মুরগী উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা ও বাজারজাতকরণ" শীর্ষক আঞ্চলিক কর্মশালার সফল আয়োজনে সম্পৃক্ত WPSA-BB কার্যনির্বাহী পরিষদ ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, কর্ম-পরিকল্পনা কমিটির সম্মানিত সদস্য, কারিগরি পেপার উপস্থাপনকারী, প্রাণিসম্পদ বিভাগ ও এর সকল সহযোগী কর্মকর্তা এবং বগুড়া অঞ্চল পোল্ট্রি ওনার্স ও হ্যাচারী মালিক সমিতি নেতৃবৃন্দের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, পাঠকের ভালবাসা, সম্মানিত লেখকদের আন্তরিকতা, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ী এবং WPSA-BB এর সম্মানিত সদস্যদের সহযোগিতা আমাদের সবসময় কাম্য। 'WPSA-BB নিউজলেটার' এর সার্বিক মান উন্নয়নে আপনাদের নতুন নতুন ধারণা, গঠনমূলক সমালোচনা ও পরামর্শ কামনা করছি। সবাইকে আবারো শুভেচ্ছা।

মসিউর রহমান
সভাপতি, WPSA-BB

সম্পাদকীয়

অবশেষে **ওয়ার্ল্ড'স পোল্ট্রি সায়েন্স এসোসিয়েশন-বাংলাদেশ** শাখার ত্রৈমাসিক পোল্ট্রি নিউজলেটার নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে বিধায় আমি সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আশা করছি সকলের সহযোগীতায়, কারিগরি জ্ঞান সমৃদ্ধ লেখা এবং এসোসিয়েশন-এর কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য সমৃদ্ধ হয়ে নিউজ লেটারটির মান ধীরে ধীরে আরও উন্নত হবে।

এ সংখ্যায় থাকছে সোনালী মুরগির খামারের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক একটি লেখা, সম্প্রতি বগুড়ায় অনুষ্ঠিত এ সম্পর্কিত আঞ্চলিক কর্মশালা বিষয়ক সংবাদ, মালয়শিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে WPSA-BB- এর প্রতিনিধিত্ব বিষয়ক খবর আর নিয়মিত প্রকাশনা WPSA-BB ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আগাম বার্তা। আশা করি সম্মানিত পাঠকবৃন্দ এ সংখ্যাটিও ভালভাবে উপভোগ করবেন।

পরিশেষে WPSA-BB- এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, পোল্ট্রি খামারিসহ দেশের সকলস্তরের পাঠকবৃন্দ, সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাচ্ছি ইংরেজি নববর্ষ ২০১৪-এর আগাম শুভেচ্ছা। নতুন বছর ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ আমাদের জন্য বয়ে আনুক সর্বাঙ্গীন সফলতা। সবাই ভাল থাকুন।

প্রফেসর ড. এস. ডি. চৌধুরী
সম্পাদক, পোল্ট্রি নিউজলেটার
WPSA-BB

প্রবন্ধ/নিবন্ধ

সোনালী মুরগির খামারের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

ড. মোঃ গিয়াসউদ্দিন
ও
ডাঃ মোঃ দিদারুল আহসান
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা।

ভূমিকাঃ বিশ্বের অন্যতম মুরগির জাত রোড আইল্যান্ড রেড এবং ফায়োমী জাতের সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবিত সংকর জাতটি সোনালী সংকর জাত হিসেবে পরিচিত। দেশী মুরগির মত পালকের রং হওয়ায় এটিকে অনেকে দেশী মুরগি ভেবে মাংসের জন্য উচ্চ দামে ক্রয় করে। এই সংকর জাতের মুরগিটি বগুড়া, গাইবান্ধা, জয়পুরহাটে খামারীদের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের প্রাদুর্ভাবের পূর্বে এই সংকর জাতটি উল্লেখিত জেলা গুলোতে ব্যাপকভাবে বাণিজ্যিক আকারে পালন করা হচ্ছিল। কিন্তু এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে এই অঞ্চলে অন্যান্য মুরগির খামারের সাথে সাথে সোনালী মুরগির খামারেও ব্যাপক ক্ষতি হয়। ফলে, খামারীরা নতুন খামার স্থাপনে আর তেমন উৎসাহ দেখাচ্ছে না এবং একই সাথে পুরাতন খামারগুলোও একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এর কারণ অনুসন্ধানে বেশ কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়ঃ

(১) অপরিকল্পিত ভাবে যত্রতত্র খামার স্থাপন
(২) খামারের অবকাঠামোগত ত্রুটি
(৩) রোগ ও এর প্রতিরোধ সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞানের অভাব
(৪) অবৈজ্ঞানিকভাবে টিকা প্রদান
(৫) নিম্নমানের খাদ্য প্রদান
(৬) সর্বোপরি জীব নিরাপত্তা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খামারে রোগ জীবাণুর সংক্রামণ কমানো সম্ভব। এর মাধ্যমে খামারের উৎপাদন বাড়বে এবং উন্নত মানের মাংস ও ডিম (এন্টিবায়োটিক মুক্ত) উৎপন্ন হবে। একই সাথে ডাক্তার ও ঔষধের খরচ কমবে। খামার টেকশই এবং লাভজনক হবে।

খামারের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার প্রধান তিনটি বিষয় হলোঃ

(ক) মান সম্পন্ন জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা
(খ) খামারীর মুরগির প্রধান প্রধান রোগ সমন্ধে ধারণা
(গ) কার্যকরী টিকা প্রদান কর্মসূচী।

জীবনিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা একটি জটিল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এর সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে খামারে রোগ জীবাণুর সংক্রমণ কমানো সম্ভব। জীবনিরাপত্তা ব্যবস্থাপনাকে প্রধান তিনটি বিভাগে ভাগ করা হয়ঃ

(ক) ধারণামূলক জীবনিরাপত্তা (Conceptual biosecurity)
(খ) কাঠামোগত জীবনিরাপত্তা (Structural biosecurity)
(গ) প্রায়োগিক জীবনিরাপত্তা (Operational biosecurity)

ক) ধারণামূলক জীবনিরাপত্তা

খামারে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ জীবনিরাপত্তা বিষয়ে কতটুকু জ্ঞান রাখে এবং কার্যকরীভাবে জীবনিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করতে সক্ষম কিনা তাহাই ধারণামূলক জীবনিরাপত্তা।

খ) কাঠামোগত জীবনিরাপত্তা

সুষ্ঠুভাবে কোন খামারের জীবনিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা করার জন্য খামারের অবস্থান ও স্থাপনা তৈরি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি খামারের অবকাঠামো জীবনিরাপত্তা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ) প্রায়োগিক জীবনিরাপত্তা

দৈনন্দিন যে সকল কাজকর্মের মাধ্যমে খামারে রোগ সংক্রমণকে বাধা দেওয়া হয় তাহাই প্রায়োগিক জীবনিরাপত্তা।

এখানে একটি জীবনিরাপত্তা মূল্যায়ণ ছক দেয়া হল। খামারি নিজে অথবা অভিজ্ঞ লোকের সহায়তায় নিয়মিত খামারের জীবনিরাপত্তার মান যাচাই করতে পারেন।

বাণিজ্যিক মুরগির খামারের জীবনিরাপত্তা মূল্যায়ণ তথ্যাবলী

ক.	ধারণামূলক (১৫)	হ্যাঁ	না	মন্তব্য
০১	খামারে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জীব নিরাপত্তা সমন্ধে পরিস্কার ধারণা আছে	০৫		
০২	খামারে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের ফ্লক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ আছে	০৫		
০৩	আপনি কি প্রতিবেশীর কাছ থেকে পোল্ট্রি সমন্ধে তথ্য (এলাকায় রোগ সংক্রমণ বিষয়ক) সংগ্রহ করেন ?	০৫		
খ.	**কাঠামোগত (৩৫)**			
	মুরগি পালনের জন্য পরিবেশ			
০৪	মুরগি রাখার ঘর বা সেডটিতে ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা রয়েছে (জাত ও সংখ্যা অনুযায়ী মুরগি রাখার পর্যাপ্ত স্থান এবং আলো বাতাসের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা)।	১০		
০৫	পোল্ট্রি ফার্মে বাফার জোন (১০ ফুট) এবং কর্মী, খাদ্য ও যন্ত্রপাতি রাখার ভিন্ন কক্ষ বা সার্ভিস রুমের ব্যবস্থা রয়েছে	০৫		
০৬	খামার থেকে ১০০ মিটার দূরত্বের মধ্যে দেশী মুরগি বা কবুতরের উপস্থিতি নাই	০৫		
০৭	মুরগির খামার থেকে আধা কিলোমিটারের মধ্যে মুরগি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প বা মুরগির বাজার নাই।	০৩		
০৮	মুরগির খামার সদর রাস্তা থেকে খুব নিকটে নয় (কমপক্ষে ৫০০ মিটার দূরত্বে)।	০২		
গ.	**মুরগির খামারের বৈশিষ্ট্য**			
০৯	সকলের জন্য প্রবেশ উন্মুক্ত নয়।	০৩		
১০	খামারে মুরগির জন্য বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা আছে।	০২		
	বন্য প্রাণী			
১১	বন্য পাখি এবং ইঁদুর থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে ।	০৩		
১২	মাছি, মশা, তেলাপোকা থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা আছে ।	০২		
ঘ.	**প্রায়োগিক ব্যবস্থা (৫০)**			
	মানুষ এবং যানবাহন চলাচল			
১৩	খামারি নিজে অথবা কর্মীরা অন্য কোন খামারে কাজ করে না বা তাদের নিজস্ব কোন মুরগির খামার নাই	০৫		
১৪	নিয়মিতভাবে আগন্তুক ও অতিথিদের যাওয়া আসার তথ্য সংরক্ষণ করা হয়	০২		
১৫	যানবাহন খামার এলাকাতে প্রবেশ করে না (কমপক্ষে ৩০ মিটারের মধ্যে)।	০৩		
ঙ.	**ব্যবস্থাপনা**			
১৬	"অল ইন অল আউট" (একবারে প্রবেশ করানো একবারে বাহির করা) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।	০৫		
১৭	দুই ব্যাচ মুরগির মধ্যে অন্ততঃ ১৪ দিন অন্তবর্তীকালীন সময় মুরগি পালন বাদ রাখা হয়। এক ব্যাচ শেষ হলে অন্য ব্যাচ মুরগি খামারে উঠানোর আগে অন্ততঃ ১৪ দিন খামারের সেড খালি রাখা হয়। এই সময় প্রয়োজনীয় পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও জীবাণু মুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়।	০৫		
১৮	খাদ্য সংরক্ষণের জায়গাটি আর্দ্র বা স্যাঁতসেতে কি? বা ইঁদুরকে প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা বিদ্যমান কি না?	০৫		
১৯	বর্জ্য ফেলার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা বিদ্যমান। কাঁচা অবস্থায় বিক্রি করা হয় না এই ধরনের নিশ্চয়তা আছে।	১০		
২০	আধা ঘন্টার মধ্যে মৃত পাখিগুলো সেড থেকে সরিয়ে ফেলা হয়।	০৫		
চ.	**পরিচ্ছন্ন করণ ও জীবাণুমুক্তকরণ**			
২১	যথাযথভাবে জীবাণুমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন করা ছাড়া বাহির হতে কোন যন্ত্রপাতি খামারে প্রবেশ করানো হয় না।	০৫		
২২	খামার সকল সময় পরিচ্ছন্ন থাকে এবং নিয়মিত জীবাণুমুক্ত করা হয় ।	০৫		

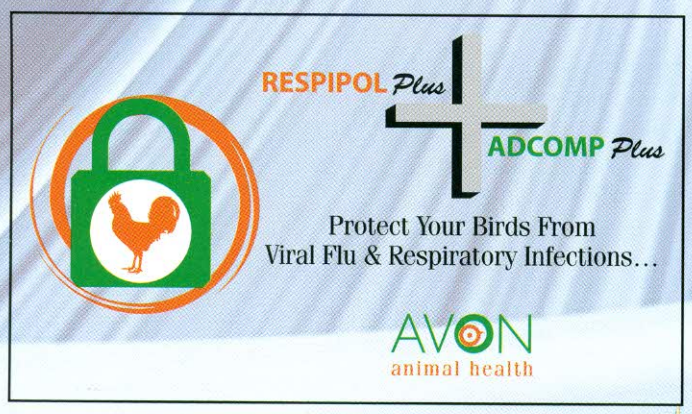

মুরগির প্রধান প্রধান রোগ

নিম্নে মুরগির বিভিন্ন গুরুত্বর্পূণ রোগ সমন্ধে প্রাথমিক তথ্য প্রদান করা হল। খামারি এই সকল রোগ সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন।

১। ভাইরাস জনিত রোগ

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ঃ ২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে জামালপুর জেলার কিছু খামারে মুরগির ব্যাপক মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। কিন্তু এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ সমন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকায় প্রাথমিক অবস্থায় রোগটি মাঠ পর্যায়ে চিহ্নিত করা এবং গবেষণাগারে নমুনা প্রেরণ করা সম্ভব হয় নাই। ফলে রোগটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে মার্চ ২০০৭ সালে প্রথম দেশে এই ভাইরাসটি ন্যাশনাল রেফারেন্স ল্যাবরেটরী ফর এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা গবেষণাগারে সনাক্ত করা হয়। তারপর প্রায় প্রতি বছর এই রোগটি আমাদের পোল্ট্রি শিল্পের ব্যাপক ক্ষতি করে আসছে (চিত্র : ২)।

রাণীক্ষেতঃ রাণীক্ষেত একটি ভাইরাস (Newcastle disease virus) জনিত সংক্রামক রোগ। যে কোন বয়সের মুরগি এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এ রোগের জীবাণুর সুপ্তি কাল ৪-৫ দিন। টিকা দেয়া হয় নাই এই রকম মুরগির ঝাঁকে ১০০ ভাগ মুরগিই এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে এবং ১০-৯০ ভাগ মুরগি মারা যেতে পারে (চিত্র : ৩)।

গামবোরোঃ গামবোরো মুরগির একটি ভাইরাস (Infectious bursal disease virus) জনিত মারাত্নক সংক্রামক রোগ। সাধারণত ২-১০ সপ্তাহ বয়সের বাড়ন্ত মুরগি এই রোগের জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়। তবে ৩-৫ সপ্তাহ বয়সের বাড়ন্ত মুরগি এই রোগে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়। প্রায় ৫০% মুরগি, তবে কোন কোন সময় ৮০% মুরগি এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে এবং ৫-৩০% মুরগি মারা যেতে পারে (চিত্র :৪)।

পরামর্শ ঃ এই রোগসমূহের ফলপ্রসূ কোন চিকিৎসা নাই। উন্নত জীব নিরাপত্তার মাধ্যমে এই রোগগুলো নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। আক্রান্ত খামারে যদি যথাযথভাবে টিকা দেওয়া থাকে তবে মৃত্যুর হার কম থাকে। সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার জন্য নিকটতম প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ নিবেন ।

২। ব্যাক্টেরিয়া জনিত রোগ

সালমোনেলোসিসঃ সালমোনেলা গোত্রের ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট মুরগির রোগ গুলোকে সালমোনেলোসিস বলে। যেকোন বয়সের মুরগিই এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। তবে ১ দিন বা ২ সপ্তাহ বা বেশি বয়সের বাচ্চা এই রোগে বেশি আক্রান্ত হয়।

ফাউল কলেরাঃ এটি পাসচুরেলা মালটোসিডা (*Pasteurella multocida*) নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট মুরগির একটি গুরুত্বপূর্ণ রোগ। যে কোন বয়সের মুরগি এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। তবে মুরগির বয়স ৬ মাসের পর এই রোগ বেশি লক্ষ্য করা যায়। একবার খামারে এই রোগ দেখা গেলে খামারের পরিবেশ দ্রুত উন্নয়ন করে চারিদিকে চুন প্রয়োগ করতে হবে (চিত্র : ৫)।

কলিবেসিলোসিসঃ ইশকারেসিয়া কলাই (*Escherichia coli*) নামক ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট মুরগির রোগগুলোকে কলিবেসিলোসিস বলে। যেকোন বয়সের মুরগিই এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। তবে ৪-৫ সপ্তাহ বয়সের ব্রয়লার সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়। বয়স্ক মুরগির চেয়ে বাচ্চা মুরগি অধিক সংবেদনশীল। সাধারণত এই ব্যাক্টেরিয়া মুরগির খাদ্যনালীতে থাকে এবং পায়খানার সাথে বের হয়ে আসে। মাইকোপ্লাজমার সহিত কলিবেসিলোসিস অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত থাকে।

ইনফেকশাস করাইজা ঃ ইনফেকশাস করাইজা মুরগির শ্বাসতন্ত্রের একটি তীব্র প্রকৃতির ব্যাক্টেরিয়া জনিত রোগ। হিমোফিলাস পেরাগেলিনেরাম (*Haemophilus paragallinarum*) নামক ব্যাক্টেরিয়া এই রোগের জন্য দায়ী। এই রোগের জীবাণুর সুপ্তিকাল সাধারণত ১-৩ দিন (চিত্র :৬)।

নেক্রোটিক এন্টারাইটিস ঃ নেক্রোটিক এন্টারাইটিস রোগটি ক্লষ্ট্রিডিয়াম পারফ্রিঞ্জেন্স টাইপ সি (*Clostridium perfringens* type C) নামক ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট মুরগির একটি অন্ত্রের নেক্রোটিক প্রদাহ রোগ। সাধারণত ২-৮ সপ্তাহ বয়সের মুরগি এই রোগে আক্রান্ত হয়। তবে এক সপ্তাহ বয়সী বাচ্চাও আক্রান্ত হতে পারে। এই রোগে মৃত্যুর হার ৫-৫০% পর্যন্ত হতে পারে।

পরামর্শ ঃ রোগের লক্ষণ প্রকাশের পর দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিৎ। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে সঠিক এন্টিবায়োটিক অনুসারে চিকিৎসা করতে হবে ।

৩। মাইকোপ্লাজমা জনিত রোগ

মাইকোপ্লাজমোসিসঃ মাইকোপ্লাজমা দ্বারা সৃষ্ট মুরগির রোগ সমুহকে মাইকোপ্লাজমোসিস বলে। সাধারণত মাইকোপ্লাজমা গেলিসেপটিকাম ও মাইকোপ্লাজমা সাইনোভি (*Mycoplasma gallisepticum* and *Mycoplasma synoviae*) এই রোগের জন্য দায়ী। এই রোগের জীবাণুর সুপ্তি কাল ৪-২১ দিন পর্যন্ত হতে পারে। এই রোগে মৃত্যুর হার সাধারণত কম তবে অন্য রোগের দ্বারা সৃষ্ট জটিলতার কারণে মৃত্যুর হার ৩০% পর্যন্ত হতে পারে (চিত্র :৭)।

৪। ছত্রাক জনিত রোগ

ব্রুডার নিউমোনিয়াঃ এসপারজিলাস ফ্লেভাস (*Aspergillus flavus*) নামক ছত্রাক দ্বারা সৃষ্ট রোগকে এসপারজিলোসিস বলা হয়। মুরগির বাচ্চার ব্রডিংকালীন সময়ে এই রোগ নিউমোনিয়া প্রকৃতির হয় বিধায় একে ব্রুডার নিউমোনিয়াও বলা হয়। এছাড়া অন্যান্য বয়সের মুরগিও আক্রান্ত হতে পারে। স্বাস্থ্যবান অপেক্ষা

Prodessol Vet

Prodessol Vet is Liquid Disinfectant
With Broad Work-Out spectrum Against
Viruses Bacteria Moulds And Yeasts

Direction For use :
Dipping (Foot bath, Wheel bath, Dead body) : 10 ML per litre of water and change water daily. Routine and terminal disinfection of poultry and Cattle house : 2.5 ML per litre of water once or twice a week, spray in air towards ceiling.
Disinfection of Eggs before Incubation : 5 ML per litre of water, dip eggs and allow to dry in air.
Disinfection of Incubator, Hatcher, Incubator tank : 10 ML per litre of water, in case of hatcher and incubator used by spray.
Disinfection of feed room. store, visitors shoes : 20 ML per litre of water by spray.

From Holland

Composition :
Each 100 ml Prodessol vet contains Glutaraldehyde BP 08.00 gm, Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride BP 10.00 gm, Formaldehyde BP 03.20 gm, Isopropanol BP 5.00 gm.

প্রডিসল ভেট এর জন্য যোগাযোগ করুন : **বায়ো-ল্যাব,** উত্তরা, ঢাকা।
মোবাইল ঃ ০১৭১৮৮৫৮৮০৫ ফোন ঃ ০২ ৮৯৫৯১১৮, ই-মেইল ঃ biolabbd@gmail.com

পুষ্টির অভাব জনিত কারণে দুর্বল মুরগি এবং বয়স্ক অপেক্ষা বাড়ন্ত মুরগি এই রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। ব্রুডিংকালীন সময়ে আক্রান্ত হয়ে ১০-৫০% মুরগির বাচ্চা মারা যেতে পারে।

টিকা প্রদান কর্মসূচী

মুরগিকে সংক্রামক ব্যাধি থেকে রক্ষা করার জন্য টিকা দেয়া অত্যাবশ্যক। সঠিক পদ্ধতিতে টিকা প্রদানের মাধ্যমে মুরগিকে প্রধান প্রধান সংক্রামক রোগ থেকে রক্ষা করা সম্ভব।

মাংস উৎপাদনকারি মুরগির জন্য		ডিম উৎপাদনকারি বা ব্রিডার মুরগির জন্য	
বয়স (দিন)	টিকার নাম	বয়স (দিন)	টিকার নাম
০১	মারেক্স	১	মারেক্স
৫	রাণীক্ষেত (জীবিত)	৫	রাণীক্ষেত (জীবিত)
১২	গামবোরো (জীবিত)	১২	গামবোরো (জীবিত)
১৮	গামবোরো (জীবিত)	১৮	গামবোরো (জীবিত)
২৫	রাণীক্ষেত (জীবিত)	২৫	রাণীক্ষেত (জীবিত বা মৃত)
২৮	ফাউল পক্স	২৮	ফাউল পক্স
		৪৫	সালমোনেলা (মৃত)
		৫০	ইনফেকশাস করাইজা + ইনফেকশাস ব্রংকাইটিস
		৬০	রাণীক্ষেত (জীবিত বা মৃত)
		৭০	ফাইল কলেরা (মৃত)

রাণীক্ষেত রোগের লাইভ (জীবিত) ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে ৪০-৪৫ দিন পর এবং কিল্ড (মৃত) ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে ২-৩ মাস পর বুষ্টার ডোজ দিতে হবে। এই ক্ষেত্রে মুরগিতে এন্টিবডি টাইটার অবশ্যই পরীক্ষা করে পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রস্তুতকারকের নির্দেশনা মত টিকা প্রয়োগ করতে হবে। কিল্ড (মৃত) টিকা চামড়ার নিচে প্রয়োগ করতে হবে। জীবিত টিকা চোখে পানির মাধ্যমে বা মুখে দিতে হবে। টিকা পরিবহনের সময় প্রস্তুতকারকের নির্দেশনা মত ঠান্ডা অবস্থা বজায় রাখতে হবে। টিকা প্রদানে অভিজ্ঞ লোক নিয়োগ দিতে হবে। মুরগির সংখ্যা এবং টিকার পরিমাণ যাচাই করতে হবে যাতে মুরগিতে পরিমাণ মত টিকা দেয়া হয়।

উপসংহারঃ পোল্ট্রি খামার এখন আর যত্রতত্র অপরিকল্পিতভাবে স্থাপন করা ঠিক না। খামার স্থাপন করার পূর্বে তা নিবন্ধিত করতে হবে এবং নিবন্ধনের পূর্বে খামারটির মান যাচাই করে নিতে হবে। এই প্রবন্ধে জীব নিরাপত্তার যে সকল মৌলিক বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো মেনে খামার স্থাপন করা হলে অবশ্যই রোগ ব্যাধি সংক্রমণ উল্লেখযোগ্য হারে কমে যাবে। ফলে, খামারে সার্বিক উৎপাদন বাড়বে এবং মান সম্পন্ন ডিম ও মাংস উৎপাদিত হবে।

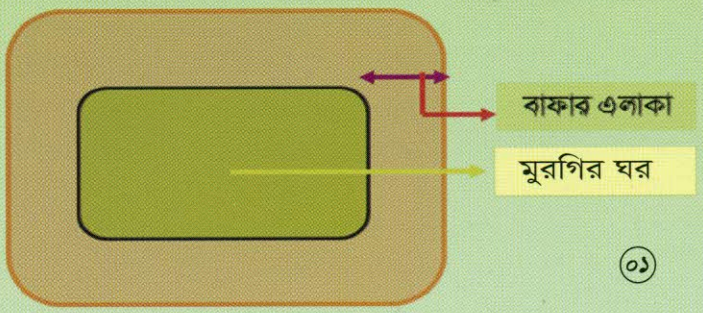

চিত্র ১: খামার ও বাফার এলাকার মডেল

চিত্র ২:এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত মুরগি

চিত্র ৩: রাণীক্ষেত রোগে আক্রান্ত মুরগি

চিত্র ৪: গামবোরো রোগে আক্রান্ত মুরগি

চিত্র ৫: ফাউল কলেরা রোগে আক্রান্ত মুরগি

চিত্র ৬: ইনফেকশাস করাইজা রোগে আক্রান্ত মুরগি

চিত্র ৭: মাইকোপ্লাজমোসিস রোগে আক্রান্ত মুরগি

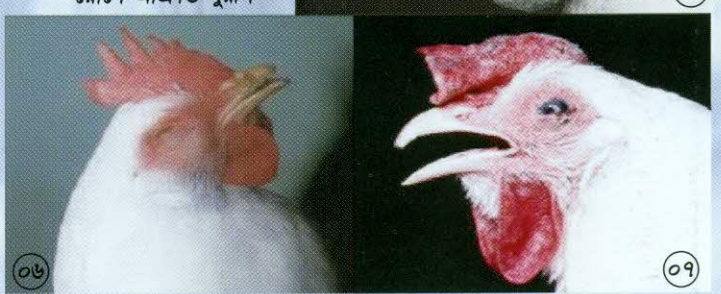

স্থানীয়
খামারীদের সম্পৃক্ততায় আঞ্চলিক কর্মশালা আয়োজন

বিগত ০৫ ই অক্টোবর ২০১৩ খ্রীঃ তারিখ সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় বিয়াম ফাউন্ডেশন, বগুড়ায় "সোনালী মুরগি উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা ও বাজারজাতকরণ" শীর্ষক অর্ধ-দিবস আঞ্চলিক কর্মশালা আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় WPSA-BB এর সভাপতি জনাব মসিউর রহমান সভাপতিত্ব করেন। কর্মশালায় WPSA-BB কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্য, পরিচালক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা, উপ-পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর রাজশাহী, রাজশাহী অঞ্চলের সকল জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, বগুড়া জেলার সকল উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, রাজশাহী অঞ্চলের ২০ জনসহ বগুড়া জেলার ২৫০ জন ক্ষুদ্র খামারী ও WPSA-BB-এর রাজশাহী অঞ্চল এবং বগুড়া জেলার সকল সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। WPSA-BB সম্পাদক জনাব রফিকুল হক উপস্থিত বিজ্ঞানী, খামারী ও কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানান। তিনি বাংলাদেশের পোল্ট্রি সেক্টরে WPSA-BB-এর অবদানের উপর একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। অতঃপর WPSA-BB কর্তৃক আয়োজিত কর্মশালাটির গুরুত্ব উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে সার্বিক কার্যক্রম শুরু হয়।

WPSA-BB দীর্ঘ দিন যাবত বাংলাদেশের পোল্ট্রি সেক্টর উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করে আসছে। WPSA-BB-এর কার্যক্রমকে আরো সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে ২০১৩-২০১৪ সালের কর্ম-পরিকল্পনা মোতাবেক পোল্ট্রি সংক্রান্ত কারিগরি জ্ঞান দেশের সকল বিভাগ/জেলায় অবস্থিত খামারীদের মাঝে পর্যায়ক্রমে পৌঁছানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় WPSA-BB সোনালী মুরগি পালন এলাকা বলে খ্যাত বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলা শহর বগুড়ায় এ কর্মশালার আয়োজন করে। এ কর্মশালা আয়োজনের একান্ত উদ্দেশ্য হলো সোনালী মুরগি প্রজনন ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনা এবং সোনালী মুরগির খামারে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় কি কি করণীয় এবং কি কি বর্জনীয় তা সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ের খামারীদেরকে জানানো, যাতে তারা এ ক্ষেত্রে নিজেদের উদ্যোগে প্রাথমিকভাবে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। তাছাড়াও উদ্দেশ্য ছিল খামারীদের সাথে খোলামেলা আলোচনা করা যাতে তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা জানা যায় এবং সে বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা যায়। কর্মশালায় জনাব কালিদাস সরকার, উপ-পরিচালক, কেন্দ্রীয় মুরগি খামার, মিরপুর, ঢাকা (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর) 'সোনালী মুরগি প্রজনন এবং উৎপাদন ব্যবস্থাপনা' এবং ড. মোঃ গিয়াসউদ্দিন, প্রকল্প পরিচালক, বিএলআরই 'সোনালী মুরগির খামারে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক কারিগরি উপস্থাপনা তুলে ধরেন। তাঁরা সোনালী মুরগি প্রজনন এবং উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও সোনালী মুরগির খামারে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে খামারীদের পরামর্শ প্রদান করেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে খামারীদের সাথে খোলামেলা আলোচনা করা হয় এবং WPSA-BB-এর সভাপতি, পরিচালক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা এবং জনাব কালিদাস সরকার ও ড. মোঃ গিয়াসউদ্দিন কর্তৃক কারিগরি বিষয়ে খামারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়।

উন্মুক্ত আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত বিষয়াদির উপর পরামর্শ দেয়া হয়ঃ

১) রোড আইল্যান্ড রেড এবং ফাউমি জাতের মুরগি নতুনভাবে আমদানির পরিবর্তে সরকারী সংস্থা এবং খামারীদের সমন্বয়ে বিদ্যমান মুরগি ব্যবহারে পিউর জাত পুনরুদ্ধার এবং টেকসই প্রজনন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকারের সহিত আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ।

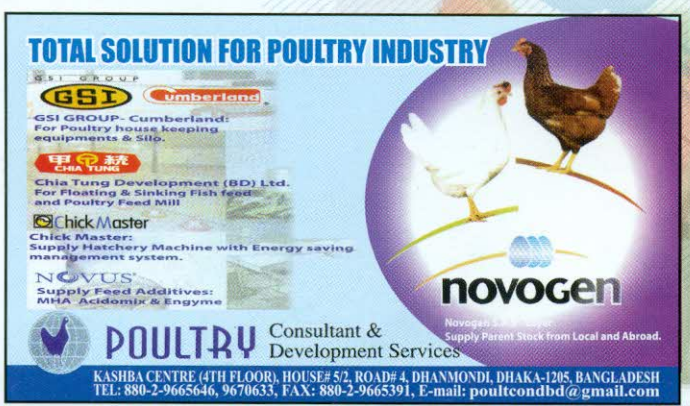

২) বগুড়া অঞ্চলের খামারীদের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি আমলে এনে অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলে সাপ্তাহিক দু'দিন বন্ধের স্থলে ডায়াগনস্টিক ল্যাব একদিন খোলা রাখা যায় কিনা তা বিবেচনা করা যেতে পারে।

৩) বাচ্চার উৎপাদন দক্ষতায় আন্তঃপ্রজননের ঋণাত্মক প্রভাব নিরসনে সরকারী সংস্থা এবং খামারীদের সমন্বয়ে বিদ্যমান মুরগি ব্যবহারে টেকসই প্রজনন কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

৪) নতুন খামার রেজিষ্ট্রেশন প্রদানে বিদ্যমান সমিতিগুলোর মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫) মারেক্স ডিজিজ দমনে করণীয় বিষয়গুলোর সমন্বয়ে বুকলেট মুদ্রণ, বিতরণ এবং খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।

৬) খাদ্যমান নিয়ন্ত্রণে বিদ্যমান প্রাণিখাদ্য আইন অনুসরণের উদ্যোগ গ্রহণ।

৭) সোনালী মুরগি লালন পালনের বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, করণীয় বিষয় নির্ধারণ এবং প্রতিবেদন প্রকাশ সংক্রান্ত বিভ্রান্তি দূরীকরণে ডিএলএস/বিএলআরআই/ খামারী সমিতি অথবা সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ।

৮) এ ধরণের মত বিনিময় সভা আরো আয়োজন করতে হবে।

লেখা আহবান

ওয়ার্ল্ড'স পোল্ট্রি সায়েন্স এসোসিয়েশন-বাংলাদেশ শাখা কর্তৃক প্রকাশিত পোল্ট্রি নিউজলেটার-এ প্রকাশণার জন্য সম্মানিত পাঠক-পাঠিকা ও WPSA-BB-এর সদস্যবৃন্দের কাছ থেকে লেখা আহবান করা যাচ্ছে। লেখাটি পোল্ট্রি বিজ্ঞান বিষয়ক কারিগরি জ্ঞান সমৃদ্ধ হতে হবে। অনধিক চার পৃষ্ঠার লেখার সফট কপি drsdchow@gmail.com-এই ঠিকানায় ই-মেইল এ পাঠাতে হবে। প্রকাশিত লেখার জন্য লেখককে সম্মানী প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে প্রকাশিত লেখার বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রয়োজনবোধে লেখক নিজে ব্যাখ্যা প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন।

সম্পাদক- পোল্ট্রি নিউজলেটার

আন্তর্জাতিক

আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে WPSA-BB এর প্রতিনিধিত্ব

গত ২৪-২৬ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত সময়ে মালয়শিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক খাদ্য, লাইভস্টক ও মাংস প্রক্রিয়াকরণ শিল্প প্রদর্শনী - "Livestock Asia 2013" এর আয়োজক কমিটির বিশেষ আমন্ত্রণে WPSA-BB সভাপতি জনাব মসিউর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে, সম্পাদক জনাব মোঃ রফিকুল হক ও কার্যনির্বাহী পরিষদের বেশ কয়েকজন সদস্য আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে অংশ গ্রহণ করেন। উক্ত প্রদর্শনীতে বিশ্বের ৩২টি দেশের ৩০০টি নেতৃস্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান একই ছাদের নীচে একত্রিত হয়ে একই কণ্ঠে খাদ্য, পশু উৎপাদন, মাংস প্রক্রিয়াকরণ এবং মাংস পণ্যের উন্নয়নের বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য যে, উক্ত প্রদর্শনীতে WPSA-BB সভাপতি জনাব মসিউর রহমান "Livestock Production: Feeding Nine Billion People Towards 2020 – The Challenges" শীর্ষক আলোচনার প্যানেল সভাপতি হিসেবে উপস্থাপিত উপস্থাপনাটি সর্বজন প্রশংসিত হয়েছে। সভাপতির ভাষণে জনাব মসিউর রহমান বলেন যে, সারা বিশ্ব ঐক্যবদ্ধভাবে খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে কাজ করা উচিত। এক্ষেত্রে আমিষের অন্যতম মাধ্যম লাইভস্টক সেক্টর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করতে পারে। এটি নিঃসন্দেহে WPSA-BB তথা বাংলাদেশের পোল্ট্রি সেক্টরের জন্য একটি বিরল সম্মান ও গৌরবময় অর্জন।

WPSA ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আগাম বার্তা

28-30 January 2014
Georgia World Congress Center, Atlanta, USA
International Poultry Expo IPPE
Contact:
Pennie Stathes
E-mail: pstathes@uspoultry.org
Website: www.ippexpo.org

1-3 February 2014
Visva-Bharati, Sriniketan, West Bengal, India.
Seminar on Agriculture and Biosecurity in changing Scenario
Contact: Prof. Arun Kumar Barik
Organizing Secretary
E-mail: akbarikpsbvb@rediffmail.com

8-10 April 2014
Bangkok, Thailand
Victam Asia 2014
First announcement
Contact:
Website: www.victam.com

23-25 April 2014
Bangalore, India
VIV/ILDEX India 2014
Contact:
Mr Wara Rujataronjai
E-mail: wara@vnuexhibitionsap.com or info@ildex.com
Website: www.viv.net or www.ildex.com

20-22 May 2014
Utrecht, The Netherlands
VIV Europe 2014
Website: www.viv.net

23-27 June 2014
Stavanger, Norway
XIVth European Poultry Conference
Chairman Scientific Committee
Prof. Birger Svihus
Phone: +47 97 18 42 50
E-mail: birger.svihus@umb.no
Congress Organiser
Stavanger Forum (PCO)
E-mail: info@epc2014.org
Website: www.epc2014.org

2-5 September 2014
American University of Beirut Campus, Beirut, Lebanon
4th Mediterranean Poultry Summit
Contact:
Dr N.J. Daghir, American University of Beirut, Fac. of Agric. & Food Sciences, PO Box 11-0236
BEIRUT, LEBANON
Phone: +961 3 119934, E-mail: ndaghir@aub.edu.lb
Dr M.T. Farran, American University of Beirut, Fac. of Agric. & Food Sciences, PO Box 11-0236
BEIRUT, LEBANON
E-mail: mf02@aub.edu.lb

8-10 September 2014
Chester, United Kingdom
31st Poultry Science Symposium on 'Sustainable Poultry Production in Europe'
Contact:
Dr. Emily Burton (emily.burton@ntu.ac.uk)
Stephen Lister (wpsa@hotmail.co.uk)
Further details of the symposium will become available from the UK branch website www.wpsa-uk.com.
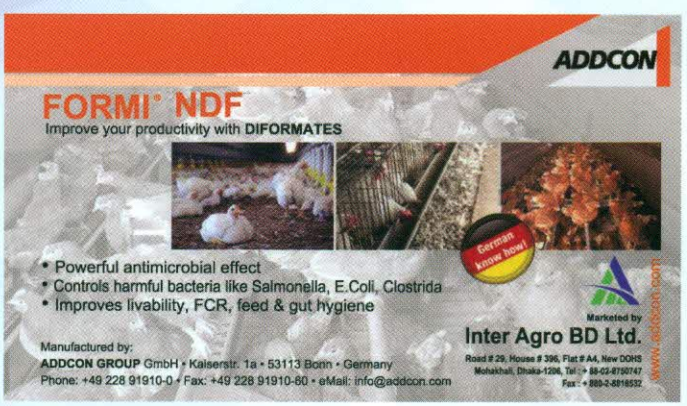
18-22 October 2014
Jeju Island, South Korea
10th Asian Pacific Poultry Conference
Contact:
Dr Gwonhwa Song, Seoul National University, WCU Biomodulation major, Dept of Agricultural Biotechnology, 599 Gwanak-ro, Gwanak-gu, SEOUL 151-921
KOREA REPUBLIC
Phone: +82 2-880-4849, Fax: +82 2-873-2039
E-mail: ghsong@snu.ac.kr
Website: www.appc2014.org (under construction)